নভোথিয়েটারের প্রদর্শনীসমূহ

(ক) "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উপর নির্মিত ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম"

নভোথিয়েটারের প্রতিটি প্লানেটেরিয়াম প্রদর্শনীতে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উপর নির্মিত ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম" প্রদর্শিত হয়। এ ফিল্মটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণসহ তাঁর সংগ্রামী জীবনের অনেক তথ্যবহুল ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর দর্শকই এই ফিল্মের মাধ্যমে জানতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, এদেশের মুক্তি পাগল মানুষের প্রতিরোধসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক।

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উপর নির্মিত ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম"এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(খ) মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনী

নভোথিয়েটারে অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাকাশ বিষয়ক ৭টি প্রদর্শনী দেখানো হয়। প্রতিটি প্লানেটেরিয়াম প্রদর্শনী আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী হয়েছে। প্রতিটি প্লানেটেরিয়াম প্রদর্শনীই নতুন নতুন আবিষ্কারের তথ্যে ভরপুর। মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনীগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(iii) জার্নি টু দ্যা স্টারস (Journey to the Stars)

জার্নি টু দ্যা স্টারস

মহাকাশে নক্ষত্রের জীবনচক্র এই ফিল্মের অন্যতম আকর্ষণ। মহাকাশের তারাদের জন্ম, মৃত্যু এবং আবর্তনকাল এর বিস্তারিত বর্ণনাসহ আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েতে সূর্যের অবস্থান ও সূর্যকে কেন্দ্র করে নয়টি গ্রহের আবর্তনের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই ফিল্মে। দর্শকদের অনেক কৌতুহলী প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যেতে পারে এই ডিজিটাল ফিল্মটি উপভোগ করার মাধ্যমে।

(iv) ডন অফ দ্যা স্পেস এজ (Dawn of the Space Age)

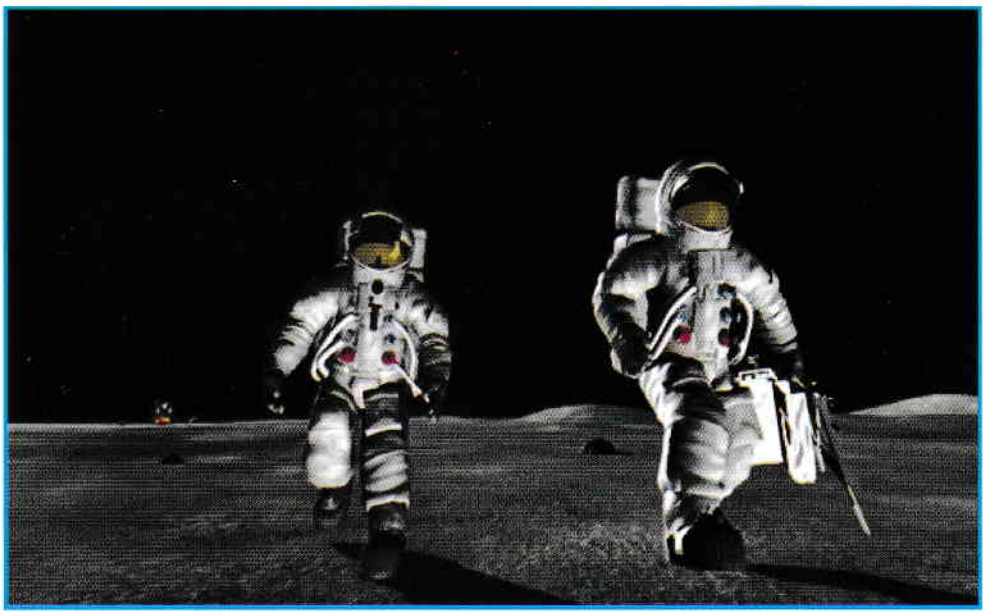

ডন অফ দ্যা স্পেস এজ

মানব জাতীর মহাকাশের অপার রহস্য আবিষ্কারের নেশা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা থেকে জানা যায়। ১৯৫৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুটনিক নামক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের পর থেকে মহাকাশ যুগের যাত্রা শুরু। নাসার সফল চন্দ্র অভিযান থেকে শুরু করে বুধ, শুক্র মঙ্গল গ্রহ ও অন্যান্য সকল অভিযানসহ মহাকাশ স্পেস স্টেশন স্থাপনের নানা তথ্য নিয়ে নির্মিত ফিল্ম ডন অফ দ্যা স্পেস এজ।

(v) সিম্ফনি অফ দ্যা স্টারি স্কাই (Symphony of the Starry Sky)

মহাকাশ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয়দের ধারণাসহ সূর্যের ৯টি গ্রহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ এর অভিযানের সাহায্য নিয়ে নির্মিত মহাকাশের বিশদ তথ্য নির্ভর ফিল্ম সিম্ফনি অফ দ্যা স্টারি স্কাই।

সিম্ফনি অফ দ্যা স্টারি স্কাই

(vi) দ্যা সান, আওয়ার লিভিং স্টার (The Sun, Our Living Star)

মহাকাশ বিষয়ক এই ফিল্মটি সূর্যের প্রয়োজনীয়তা, গঠন, কার্যক্রম এবং সৌরজগতের অস্তিত্বের বিষয়ে ধারণা প্রদান করে। সূর্য আলো এবং তাপের উৎস। পৃথিবীর অস্তিত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্র, খাদ্য উৎপাদন, পরিবেশ এবং প্রতিবেশ এর অস্তিত্ব সূর্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন গ্রীকরা সূর্যকে উপাসনা করতো। সূর্যের মাধ্যমে সময়ের হিসাব রাখতো। গ্রীকদের সূর্য সম্পর্কিত ধারণা ফিল্মটিতে কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ পৃথিবী কেন্দ্রীক সৌরজগতের কল্পনা করতো। ১৫৪৩ সালে নিকোলাস কোপার্নিকাস সূর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের মডেল তুলে ধরেন। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিস্কারের পর মহাকাশ বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এবং কোপারর্নিকাসের মডেলের সত্যতা মেলে। সূর্যের গঠন হচ্ছে- প্রধানত হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা ইত্যাদি মৌল নিয়ে। ফিউশন প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড তাপ এবং চাপে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে পরিণত হয়ে তাপ নির্গত করে। এই তাপই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। একসময় হাইড্রোজেন জ্বালানী শেষ হয়ে যাবে। ক্ষুধার্ত সূর্য গ্রাস করবে তার গ্রহগুলোকে এমনকি আমাদের পৃথিবীকেও। তখন একটা মহাপ্রলয় ঘটবে। সৌভাগ্য বশতঃ সেই সময়টি হবে প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর পর। এটি মহাকাশ বিজ্ঞানের তথ্যবহুল একটি উপভোগ্য ডিজিটাল ফিল্ম।

দ্যা সান, আওয়ার লিভিং স্টার

(vii) টু স্মল পিসেস অব গ্লাস: দ্যা আমেজিং টেলিস্কোপ (Two small pieces of glass: The Amazing Telescope)

ফিল্মটিতে টেলিস্কোপের গঠন প্রণালী, কার্যকারিতা, ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিস্কারের মাধ্যমে সৌরজগতের বিভিন্ন তথ্য আবিস্কারের দ্বার উন্মোচন করেন। টেলিস্কোপের দ্বারা তারার গঠন, দূরত্ব, জীবনচক্র এবং বয়স সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। টেলিস্কোপ শুধুমাত্র দূরবর্তী কোন বস্তু দেখার যন্ত্র নয় এটা সময় পরিমাপেও অবদান রাখছে। স্কুলগামী উৎসুক শিক্ষার্থীরা এই ফিল্মটি উপভোগ করে ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করবে বলে আশা করা যায়।

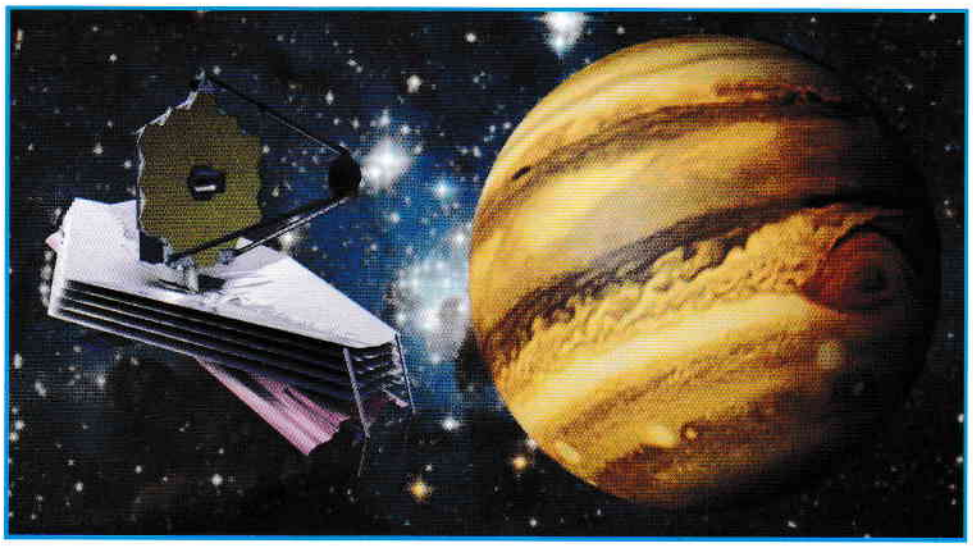

টু স্মল পিসেস অব গ্লাস (দ্যা আমেজিং টেলিস্কোপ)

(গ) বঙ্গবন্ধু কর্নার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ পালন করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নভোথিয়েটারে বঙ্গবন্ধু কর্নার নির্মাণ করা হয়। এখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ কিছু আলোকচিত্র, ভিডিও এবং বই। তাছাড়া ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহ।

বঙ্গবন্ধু কর্নার